আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ চরমে, শীতবস্ত্র বিতরণ

৯ ডিগ্রির হিমশীতে জমে গেছে আলমডাঙ্গা। জরুরি সরকারি সহায়তা না পেলে বাড়বে মানবিক বিপর্যয়। সেই সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘন কুয়াশা আর কনকনে হাওয়ায় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে আলমডাঙ্গার জনজীবন। গ্তকাল রবিবার সারাদিনেও দেখা মেলেনি সূর্যের। ভোর হলেই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো জনপদ। রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, খোলা মাঠ—সবই মিলিয়ে যায় হিমেল ধোঁয়াশায়। সারাদিন সূর্যের দেখা না মেলায় শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঘর থেকে বের হলেই কাঁপছে শরীর, জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। অনেকেই আবার মজার ছলে বলে উঠছে, বিনা পাসপোর্ট ভিসায় ইউরোপের আবহাওয়া অনুভব করতে হলে চলে আসতে হবে এই আলমডাঙ্গায়।

গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাপমাত্রা নেমে আসে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি শীত মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন। ফলে শীত এখন শুধু অস্বস্তির নয়, অনেকের জন্য তা জীবনযুদ্ধের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, দিনমজুর, ভ্যানচালক ও শ্রমজীবীরা শীত উপেক্ষা করেই জীবিকার তাগিদে ঘর ছাড়ছেন। তবে কনকনে হাওয়ায় কাজের গতি থেমে যাচ্ছে, অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন। খোলা আকাশের নিচে কাজ করা মানুষদের চোখেমুখে অসহায়ত্ব আর নিরব আর্তনাদ স্পষ্ট।

শীতের কাঁপুনিতে থরথর জনপদ—হিমেল বাতাসে স্থবির জীবন, আগুন ঘিরে উষ্ণতার খোঁজ, নীরব চোখে বাঁচার আবেদন।

শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়—সকলেই আজ একই সারিতে। আগুন পোহাতে নবীন প্রবীন একই সারিতে। গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরও ভয়াবহ। ভোরে মাঠে নামা কৃষকদের জন্য কাজ শুরু করাই হয়ে উঠছে প্রায় অসম্ভব। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগ বাড়ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে শীতার্ত মানুষের

পাশে আজিজুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসেবে অর্ধহাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম, লিয়াকত আলী, সলোক মিয়া, ব্যবসায়ী সুদ্দুর রহমান, ইসলাম মালিথা, মানিক এবং সম্রাটসহ অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গা বন কর্মকর্তার উদাসীনতা অন্তিম পর্যায়ে; কর্তব্যের গাফিলতি

আলমডাঙ্গা বন কর্মকর্তার উদাসীনতা অন্তিম পর্যায়ে।পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও কর্তব্যের গাফিলতি। নওলামারী গ্রামে তদন্তের স্বার্থে একনজর দেখার সময় নেই। এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েছে।সরেজমিনে সাংবাদিকরা গেলে তাদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারি গ্রামে জিকে খালের সরকারি গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রবাস ফেরত ব্যক্তি ও স্থানীয় দুই বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার দিনভর খালের ওপর থাকা মূল্যবান মেহগনি, বাবলা ও সেগুনগাছ কেটে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্বানীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা হলেন নওলামারি গ্রামের আব্দুল মল্লিকের ছেলে হাজি মতিয়ার, দারুল বিশ্বাসের ছেলে প্রবাস ফেরত লালন এবং বিশারত বিশ্বাসের ছেলে ফরিদুল মাস্টার।

স্থানীয়রা জানান, কাটা গাছের একটি অংশ বাড়ির আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিছু গাছ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। হাজি মতিয়ার গাছ কাটার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, গাছের ছায়ার কারণে জমিতে চাষের শস্যের ফলন কমে যাচ্ছিল। তাই গাছ কেটে বিক্রি করেছি।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য ভিন্ন। তাঁরা জানান, কয়েক মাস আগে বিদেশ থেকে ফিরে লালন অর্থ ও প্রভাব খাটিয়ে জিকে খালের সরকারি গাছ কেটে ফেলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক ফরিদুল মাস্টার। তাঁরা দুজনই প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বন বিভাগের কর্মকর্তা এ কে এস আতাএলাহী বলেন, বিষয়টি আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করা হবে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় টেন্ডার ছাড়াই ওয়াপদার গাছ কেটে সাবার - এলাকাবাসীর ক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় বিনা টেন্ডারে ওয়াপদার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কর্তৃপক্ষের নজর নেই। এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী গ্রামে বিনা টেন্ডারে ওয়াপদা বিভাগের গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় মাটির রাস্তা পাকা করার অজুহাতে রাস্তার ধারে থাকা সরকারি গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক এলাকাবাসী জানান, রাস্তা উন্নয়নের কাজের কথা বলে কিছু জমির মালিক ও দুর্বৃত্তচক্র রাস্তার পাশে থাকা মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব গাছ কাটার বিষয়ে কোনো ধরনের টেন্ডার প্রক্রিয়া বা সরকারি অনুমোদনের কথা জানা যায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওয়াপদা বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, গাছ কাটার বিষয়ে তারা তেমন কিছু জানেন না। বিষয়টি তাদের নজরে নেই বলেও দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা। তবে ওয়াপদার কয়েকজন অসৎ কর্মকর্তা, কর্মচারী জড়িত আছে বলে সংবাদ চাউর হয়েছে।

এদিকে, এভাবে সরকারি গাছ কেটে নেওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। পাশাপাশি সরকারি সম্পদ লুটপাটের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসী দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা বলেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও সরকারি সম্পদ এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (BHRC) আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্তকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ে এই সভা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিগত সময়ে শাখার পক্ষ থেকে সফলভাবে পরিচালিত কম্বল বিতরণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আসন্ন দিনগুলোতে উপজেলা ব্যাপী অসহায় ও দুস্থ মানুষের তালিকা প্রণয়ন এবং মানবাধিকার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে একটি বার্ষিক পঞ্জিকা তৈরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেলের মাতার রুহের মাগফিরাত

কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি খাইরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেল, শিক্ষা সম্পাদক আহসান কবির বকুল, দপ্তর সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, সহ দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসান, সদস্য আলী আব্বাস ডন ও ইমরানসহ শাখার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের পরীক্ষায় আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৬৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ৯৩১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে বলে কতৃপক্ষ জানান।

আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ নূর মোহাম্মদ টিপু র তত্বাবধানে পরীক্ষার সার্বিক ব্যাবস্হাপনায় ছিলেন, ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব ডাঃ মো আব্দুল্লাহ আল মামুন। কেন্দ্র সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, সহকারী অধ্যাপক ডঃ আব্দুর রহমান। পরীক্ষায় স্হানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর প্রতিনিধি সহ স্হানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

স্হানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী বিজ্ঞানী মো মাসুদ পারভেজ, আলমডাঙ্গা, প্রবীণ সাংবাদিক শাহ আলম মন্টু, সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম, সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রধান শিক্ষকগণ

আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি রহমান

মুকুল, আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো আব্দুল্লাহ আল মামুন, আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মো সিরাজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো নাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক এন এইচ শাওন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি বশিরুল আলম, বাংলাদেশ মানবিকার কমিশন এর সভাপতি মো আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মো খাইরুল ইসলাম।

রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গার সহকারী সেক্রেটারি এ্যাড মাসুদ পারভেজ রাসেল,জেলা আইন সম্পাদক দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আমির মো শফিউল ইসলাম বকুল, সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন, পৌর জামায়াতের আমির মাহের আলী।

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চুরি মামলাসহ বিভিন্ন মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ৬ আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত বুধবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত চুরি মামলার আসামী হলো- আলমডাঙ্গার ক্যানেলপাড়ার অশোক ঘোষের ছেলে অন্তিম ঘোষ (২৫),

এছাড়াও অন্য মামলার আসামীরা হলো- উপজেলার ওসমানপুর গ্রামের নুর উদ্দিনের ছেলে সাগর ওরফে হ্যাবল (২১), দুর্গাপুর গ্রামের মৃত নবাব মন্ডলের ছেলে মো. হানিফ (৩৭), পূর্ব কমলাপুর মাধবী তলার নুরুল ইসলামের ছেলে

মো. আল মামুন (৪০), নওদাপাড়ার মৃত সিরাজ মালিতার ছেলে মো. খলিল মালিতা (৬০), প্রাগপুর গ্রামের মৃত আজিম উদ্দিনর ছেলে মো. স্বপন
(২৬) ফরিদপুর গ্রামের আজিজুল হকের স্ত্রী মোছা. সিপালী বেগম।

পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে গ্রেফতারকৃতরা সবাই বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি।

আলমডাঙ্গা থানার কর্মকর্তারা জানান, গ্রেফতারকৃত সাতজনকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পাখিভ্যান চালক

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে এক পাখিভ্যান চালক তার পাখিভ্যান হারিয়ে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকায়। বুধবার বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে হাটবোয়ালিয়া-চুয়াডাঙ্গা সড়কের হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানের পাশে ওই পাখিভ্যান চালককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অজ্ঞান হওয়া ব্যক্তি রাসেদ মীরের ছেলে জাহারুল ইসলাম (৫৭)। তিনি পেশায় একজন পাখিভ্যান চালক। তার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও জাহারুল ইসলাম পাখিভ্যান নিয়ে ভাড়া মারার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পথে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা কৌশলে তার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে চেতনানাশক জাতীয় কিছু খাইয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার পাখিভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

বিকেলে স্থানীয় লোকজন হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পাশে রাস্তায় তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত এগিয়ে আসে।

পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সড়কপথে নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) এস এম নিয়ামুল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে ডম্বলপুর গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে মোঃ এরশাদ আলী (৪০) কে ডম্বলপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কালিদাসপুর ইউনিয়নের সাবেক যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে খাদিমপুর ইউনিয়নে বিএনপির পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার ২৪/১২/২০২৫ ইং তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন গ্রেফতারকৃত আসামি এরশাদ আলি নাশকতা মামলার আসামি। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৭১ বিএনপি নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহেলা ইউনিয়নে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ৭১ জন নেতাকর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় জেহেলা ইউনিয়নের পুঁটিমারী গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক যোগদান অনুষ্ঠানে তারা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাবেক সভাপতি কাজী ইউনুস, সেক্রেটারি ইমারত, যুবদল নেতা সুরুজ আলী, আব্দুর রশীদ ব্যাপারী, ইসলাম ডাক্তার, কাউছার আলীসহ মোট ৭১ জন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শ নয় এটি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ। এই আদর্শ মানবতার কল্যাণ, ন্যায়বিচার, সততা ও জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায় দূর করতে হলে এই আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না; আমরা বিশ্বাস করি সেবার রাজনীতিতে। আজ যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাদের নিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক মো. দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা

সেক্রেটারি মামুন রেজা, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. সাগর আহমেদ, এইচআরডি সম্পাদক আবু রায়হান, চুয়াডাঙ্গা পৌর সভাপতি মো. রাব্বি হাসান, ছাত্রশিবির জেহেলা ইউনিয়ন সভাপতি মো. শ্রাবণ আহমেদ, জেহেলা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সহকারী অধ্যাপক মো. হুমায়ুন কবির, সেক্রেটারি তৌহিদুল ইসলাম মৃদুল, সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রহমান, ইউনিয়ন সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আলমডাঙ্গায় বালি বোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল কিশোরের

বালি বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো কিশোর তানজিলের। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক কিশোর নিহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার রাত ৭ টার দিকে উপজেলার আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক কলেজ এলাকায় সেলিম চেয়ারম্যানের ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর তানজিল (১৭) আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বন্ডবিল স্কুল পাড়ার তোহিদুল ইসলামের ছেলে সাংবাদিক মহিদুল ইসলামের ভাইপো।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, তানজিল রাত ৭ টার দিকে সে তার বোনের বাড়ি উপজেলার নাগদাহ গ্রামে যাচ্ছিলেন। এ সময় বালুভর্তি একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকটির পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি ধাওয়া করলে দ্রুত পালিয়ে যায়। অপরদিকে মোটরসাইকেলের পিছনে বসে থাকা দোলাভাই ছিটকে পড়ে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল বলেন, খবর